প্রথম আলো

তারিখ 12 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা : কী ও কেন

সামিউল আজিজ ●

বর্তমানে শুধু মেডিকেল কলেজগুলোতে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। অনেক আগে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধীনে কুয়েট, চুয়েট ও রুয়েটে (সে সময় যথাক্রমে বিআইটি খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী নামে এগুলো পরিচিত ছিল) একযোগে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো।

বেশ কিছু জটিলতা ও বাধা-বিপত্তির পর শেষ পর্যন্ত এ বছর সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি চালু করা দরকার।

কী ও কেন

সমন্বিত পদ্ধতির পরীক্ষায় মূলত একই প্রশ্নপত্রে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। এ বছর শাবিপ্রবি ও যবিপ্রবিতে একসঙ্গে একই প্রশ্নে, অর্থাৎ সমন্বিতভাবে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোনো শিক্ষার্থী শাবিপ্রবি কিংবা যবিপ্রবি দুটির একটিতে কিংবা দুটিতেই নিবন্ধন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে সিলেট কিংবা যশোর সুবিধামতো একটি স্থান বেছে নিতে পারবেন। অর্থাৎ, কেউ চাইলে যশোরে বসেই শাবিপ্রবিতে অথবা সিলেটে বসেই যবিপ্রবিতে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। কে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করেছেন, সেই হিসাবে আলাদা আলাদা মেধাতালিকা করা হবে। ফলাফল যাচাই ও ফল নির্ধারণ করা হবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের মানদণ্ড অনুযায়ী। এর মাধ্যমে যেমন শিক্ষার্থীরা পাবেন সুবিধাজনকভাবে কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়াই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ, একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজেদের নিয়মনীতি ও ফলাফল নির্ধারণের পদ্ধতির কোনো রকম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না।

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার সুবিধা ব্যাখ্যা করেছেন শাবিপ্রবি ও যবিপ্রবি—দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের অন্যতম রূপকার মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি তাঁর কলামে লিখেছেন, 'এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে সবচেয়ে বড় লাভ হবে ছাত্রছাত্রীদের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে, যার অর্থ সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসতে হয়। এ বছর তাদের কষ্ট অনেক কমে যাবে। সেই উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট করে সিলেট আসতে হবে না। তারা কাছাকাছি যশোর ক্যাম্পাসেই পরীক্ষা দিতে পারবে। ঠিক সে রকম সিলেট এলাকার কোনো ছাত্রছাত্রী যদি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়, তাকে আর কষ্ট করে যশোর যেতে হবে না, তারা সিলেটে বসে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে। একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো বিভাগের জন্য বিবেচিত হতে পারবে।' (সূত্র : বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সাদাসিধে কথা)

কেন এই ভর্তিপদ্ধতির প্রয়োজন? এ বিষয়ে জানতে আমরা কথা বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শান্তনু মজুমদারের সঙ্গে। তিনি বলেন, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবার সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছেন। চার মাস ধরে চলছে ভর্তি কার্যক্রম। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এখনো ১৮ থেকে ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে পারেনি। কিন্তু একটি বা দুটি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা যেত।

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষাপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ সময়গুলো লেখাপড়ায় ব্যয় করতে পারত। এ পদ্ধতির সুবিধা অনেক। এর মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রমের দীর্ঘসূত্রতা দূর করা যাবে। একটি মাত্র রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমেই একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকায় এবং দূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রমণের প্রয়োজন না থাকায় এতে অভিভাবকদের অর্থনৈতিক ভোগান্তিও অনেকাংশে কমাবে। সেই সঙ্গে এটি কোচিং-বাণিজ্য দূর করতে সহায়ক হবে। কোচিং-বাণিজ্য দূর করতে প্রতিবছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দুই সপ্তাহের মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া দরকার।

শান্তনু মজুমদার আরও বলেন, শাবিপ্রবি ও যবিপ্রবির এবারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ। অদূর ভবিষ্যতে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কেই সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার আওতায় আনা জরুরি হয়ে পড়েছে। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, নিজেদের বোঝাপড়ার অভাবে খুব তাড়াতাড়ি এ বিষয়ে ঐক্যে পৌঁছাতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে, বিষয়টি বাস্তবায়নে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করা, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।